গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

নং-৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৯.৮২.২০১৯-

তারিখঃ ০৮/০৭/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত)।**

১। প্রেক্ষাপটঃ

চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। চিকিৎসকগণ স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন । তারপর তাহারা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইনষ্টিটিউট সমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি চিকিৎসকদের বাইরেও বেসরকারি চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক সরকারি চিকিৎসক দীর্ঘ মেয়াদে ছুটি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, অনেকে যথাসময়ে বিভিন্ন পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারার কারণে বার বার প্রেষণ বা অসাধারণ ছুটি নিয়ে থাকেন। একদিকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা প্রেষণ/ছুটিতে গমন করেন; অন্যদিকে অনেকে যথাযথ শৃঙ্খলার অভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের অধিক সময় উচ্চ শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করেন। এতে করে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ডিউটি পোষ্টের বাইরে অবস্থান করেন, সেই কারণে মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকের সংকট দেখা দেয়। সমগ্র দেশব্যাপী, বিশেষ করে গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য এধরণের অসংগতি দূর করা প্রয়োজন । আবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকুরিরত তরুণ চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/ প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সুষম ও ভারসাম্যমূলক এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

(ক) এই নীতিমালা **'দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত)'** নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই নীতিমালা ০১-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখ হইতে কাযকর হইবে।

৩। সংজ্ঞাঃ

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক) **'উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণ' বলিতে** এমবিবিএস/বিডিএস বা সমমানের ডিগ্রির পরে পরিশিষ্ট-ক ও খ তে বর্ণিত ডিগ্রি/ডিপ্লোমা সমূহকে বুঝাইবে;

(খ) **'প্রেষণ' অর্থ** উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রেষণকে বুঝাইবে;

(গ) **'সাব-স্পেশালিটি' বলিতে** পরিশিষ্ট-খ তে বর্ণিত উচ্চতর ডিগ্রি সমূহকে বুঝাইবে;

(ঘ) **'শিক্ষা ছুটি' বলিতে** বাংলাদেশ চাকুরি বিধিমালার পার্ট-১ এর বিধি ১৯৪ এবং এফ আর-৮৪ এর আওতায় শিক্ষা ছুটিকে বুঝাইবে;

(ঙ) **'অসাধারণ ছুটি' বলিতে** ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯ এর ৯(৩)(১) উপ-বিধি এর আওতায় অসাধারণ ছুটিকে বুঝাইবে;

(চ) **'বিশ্ববিদ্যালয়' বলিতে** আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেশের কোন পাবলিক/মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে।

০৮/০৭/২০১৯

৪। প্রেষণের যোগ্যতাঃ

(ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও তদনিম্ন স্বাস্থ্যস্থাপনায় চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর রাজস্ব বাজেটের অধীনে বা রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত প্রকল্পে কর্মরত চিকিৎসকগণকে এ নীতিমালার অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন কোর্সে/ প্রশিক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা অনুযায়ী প্রেষণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৪.১)। 'পরিশিষ্ট-গ' এ বর্ণিত বেসিক সাবজেক্ট সমূহের জন্য উপজেলা বা তদনিম্ন পর্যায়ে চাকুরির মেয়াদকাল সম্পূর্ণ শিথিলযোগ্য। পার্বত্য জেলাসমূহ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখার স্মারক নং ০৪.৫১২.০৩৫.০০.০০.০১১.২০১০-৩০, তারিখঃ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩খ্রিঃ এবং অর্থ বিভাগের বিভাগের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪১.০২৭.১৫-৪৮, তারিখ ০৫ মে ২০১৯ খ্রিঃ এ বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত দূর্গম উপজেলাসমূহে কর্মরত চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বৎসর শিথিল যোগ্য (পরিশিষ্ট-চ) ।

(খ) এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এই নীতিমালার শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে প্রেষণ প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(গ) কোনো চিকিৎসক সমরূপ বিষয়ে ০২ (দুই)টি ডিগ্রি/কোর্সের বেশি প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন না। যেমন-কোনো প্রার্থী গাইনী অবস্ বিষয়ে ডিপ্লোমা করিলে তিনি উক্ত বিষয়ে শুধুমাত্র উচ্চতর ডিগ্রি এমডি/এমএস/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করিতে পারিবেন; কিন্তু কোনো সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রি অর্জন করিতে পারিবেন না। আবার কোন চিকিৎসক এমডি/এমএস/এফসিপিএ ডিগ্রি অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র ০৩ বছর মেয়াদী সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রি অর্জন করিতে পারিবেন। তবে মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মেডিকেল এডুকেশন (এমএমইডি) বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির বেলায় এ নিয়ম শিথিলযোগ্য। এছাড়া কোনো চিকিৎসক এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করিলে কোনো রেসিডেন্সি কোর্স (এমডি/এমএস) করিতে পারিবেন না। আবার কোনো চিকিৎসক রেসিডেন্সি কোর্স (এমডি/এমএস) করার পর এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের যোগ্য হইবেন না।

(ঘ) উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করার পর কোন প্রার্থীর নিম্নতর কোর্সে অধ্যয়ণের আবেদন বিবেচনা করা হইবে না। যেমন-কোন প্রার্থী এমডি/এমএস/এমফিল/পিএইচডি/এফসিপিএস কোর্স সম্পন্ন করার পর ডিপ্লোমা বা সমমানের অন্য কোন কোর্সের জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(ঙ) কোন প্রার্থী কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা যেমন-ডিপ্লোমা বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি অর্জনের পর শুধুমাত্র ০৩ বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় ভাবে কর্ম সম্পাদনের পরই একই বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি যেমন-এমডি/এমএস/এমফিল/এফসিপিএস সমপর্যায়ের ডিগ্রি এবং এমএমইডি ডিগ্রি অর্জন/ ফেলোশীপ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন। একইভাবে কোন প্রার্থী একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (এমএস/এমডি/এমফিল/এফসিপিএস) অর্জনের পর শুধুমাত্র ০৩ বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় ভাবে কর্ম সম্পাদনের পরই পরিশিষ্ট-খ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের সাব-স্পেশালিটি ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রেষণ যোগ্য হইবেন।

(চ) কোনো সরকারি চিকিৎসক জনস্বাস্থ্য (পাবলিক হেলথ) এর কোনো বিষয়ে এমপিএইচ ডিগ্রি অর্জনের ০৩ (তিন) বছর পর শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিবেচিত হইবেন না।

(ছ) এমডি/ এমএস/ এমফিল কোর্সের ফাইনাল পর্বে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কেবল মাত্র থিসিস সম্পন্ন করিবার জন্য অতিরিক্ত কোন শিক্ষা ছুটি/ প্রেষণ পাইবেন না। তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকেই থিসিস সম্পন্ন করিতে পারিবেন। ছাত্র/ ছাত্রীকে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রটোকল অনুযায়ী নির্দিষ্ট গাইড/ সুপারভাইজার এর তত্ত্বাবধানে থিসিস সম্পন্ন করিয়া পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(জ) কোন প্রার্থী কোন একটি কোর্সে কোর্স আউট/ স্বেচ্ছায় কোর্স ত্যাগ করিলে বা প্রেষণ বাতিল করিলে ঐ প্রার্থী পরবর্তীতে আর কোন কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি পাইবেন না। তবে পরিশিষ্ট-গ এ উল্লেখিত বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে (Cardiovascular & Thoracic Surgery ব্যতীত) এই শর্ত শিথিল যোগ্য হইবে।

(ঝ) প্রেষণ প্রাপ্তির তারিখে কোন প্রার্থীর বয়স ৪৫ (পয়তাল্লিশ) বছর উত্তীর্ণ না হইলে তিনি প্রেষণ পাওয়ার যোগ্য হইবেন। ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া চলমান কোর্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রার্থীর বয়স ৪৫ (পয়তাল্লিশ) বছরের উর্দ্ধে হইলেও পরবর্তী কোর্স বা পর্বে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন। তবে কোনো চিকিৎসক কোর্স আউট/কোর্স ত্যাগ/কোর্স থেকে বিরত থাকা/কোর্স স্বেচ্ছায় বাতিল করিলে ভবিষ্যতে কোনো প্রকার প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন না।

(ঞ) কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে কোর্সটি সম্পন্নের জন্য অথবা শুধুমাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস শিক্ষা ছুটি এবং প্রয়োজনে অনধিক আরো ০৬ (ছয়) মাস প্রাপ্যতা অথবা ভবিষ্যতে সমন্বয় স্বাপেক্ষে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

০৮/০৭/২০১৯

(ট) রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত প্রকল্পের চিকিৎসকগণের ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে পদায়নের কোন সুযোগ না থাকায় প্রকল্পে কর্মরত চিকিৎসকগণের ক্ষেত্রে প্রকল্পে চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ১০ বছর পূর্ণ হলে প্রেষণ প্রদান করা হইবে।

৫। সাধারণ নিয়মাবলীঃ

(ক) স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত/ভর্তিকৃত/নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আন্তঃকলেজ/প্রতিষ্ঠানে কোন মাইগ্রেশন (Migration) এর সুযোগ পাইবেন না।

(খ) কোন প্রার্থী একটি কোর্সে প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে অন্য কোন কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাইবেন না এবং কোন প্রার্থী কোন একটি কোর্সে নির্বাচিত হইয়া প্রেষণ/ শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত হইলে তিনি অন্য কোন কোর্সে/ প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবেও অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। এর ব্যত্যয় হইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধান মতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহিত হইবে।

(গ) প্রেষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ডিগ্রি অর্জন করিবার পর ন্যূনতম আরো ০৫ বছর সরকারি চাকুরি করিতে বাধ্য থাকিবেন এই মর্মে প্রেষণের আবেদনের সাথে স্ব-স্বীকৃত অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবেন। কোন চিকিৎসক উক্ত ০৫ বৎসরের মধ্যে সরকারি চাকরি ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা সরকারকে জমা প্রদান পূর্বক ইস্তফা পত্র দাখিল করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোন চিকিৎসক কোন কোর্সে প্রেষণ/প্রশিক্ষণ/শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালীন সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতে পারিবেন না। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃংঙ্খলা বিধান মতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহিত হইবে।

৬। টিউশন ফি/বেতন/ভাতা ইত্যাদিঃ

(ক) কোন সরকারি চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন টিএ/ডিএ পাইবেন না।

(খ) চিকিৎসকগণের ওএসডির ফলে শূণ্য পদের বিপরীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক চিকিৎসক পদায়ন করিতে হইবে। কোর্সে গমনকারী চিকিৎসক কর্মকর্তাকে প্রেষণকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে যোগদান করিতে হইবে। যোগদানের পর পরই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নতুন পদায়নের আদেশ জারী করিবে। প্রেষণ প্রাপ্তির পর কোর্সে তিনি বেতন ভাতাদি/ টিএ/ডিএ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাইবেন। অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে প্রেষণ প্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক বুক গ্রান্ট, থিসিস গ্রান্ট, পরীক্ষার ফি, সেন্টার ফি, ডিজারটেশন গ্রান্ট পাইবেন।

৭। বিভিন্ন কোর্স, আসন বিন্যাস, পরীক্ষাঃ

(ক) মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত আসন সংখ্যার বিপরীতে প্রার্থী নির্বাচন করা হইবে।

(খ) স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুমোদন সাপেক্ষে আসন সংখ্যা পরিবর্তন করা যাইবে।

(গ) বিভিন্ন স্নাতকোত্তর কোর্সে মেধার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রার্থীদের আসন সংখ্যা সমানুপাতে (১:১) হারে নির্ধারিত হইবে। তবে সরকারি চিকিৎসকদের জন্য প্রযোজ্য কোটা পূর্ণ না হইলে বেসরকারি চিকিৎসক দ্বারা আসন পূরণ করা যাইবে। বিভিন্ন কোর্সের বিদ্যমান আসন সংখ্যা (পরিশিষ্ট-ঙ) এই নীতিমালার ৭ (খ) অনুসারে পরিবর্তন যোগ্য।

(ঘ) প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক চিকিৎসক কোন কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন তাহার সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনের নিরিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যুক্তিসংগত সময়ের পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে তা পর্যালোচনা পূর্বক সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হইবে।

৮। বিভিন্ন কোর্সের বিষয়, মেয়াদ ও ছুটিঃ

(ক) শুধুমাত্র এফসিপিএস কোর্সের মঞ্জুরকৃত প্রেষণ মেয়াদের সাথে অতিরিক্ত ০২ (দুই) মাস প্রেষণ মঞ্জুর করা যাইবে। তবে অন্যান্য কোর্সের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ০২ (দুই) মাস প্রেষণ মঞ্জুর করা হইবে না।

(খ) এমডি/এমএস/এমফিল/এফসিপিএস বা সমপর্যায়ের কোর্সের পার্ট-১, পার্ট-২, পার্ট-৩ তিনটি পর্বের জন্য একসংগে প্রেষণ মঞ্জুর না করিয়া প্রতিটি পর্বের জন্য কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী প্রেষণ মঞ্জুর করা হইবে। কোন পর্ব উত্তীর্ণ হইবার পরই কোর্সের পরবর্তী পর্বের জন্য প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।

(গ) রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের ক্লিনিক্যাল বিষয়ে ফেজ-এ (২ বছর), ফেজ-বি (৩ বছর), বেসিক সাইন্স বিষয়ে ফেজ-এ (২ বছর), ফেজ-বি (১ বছর), প্যাথলজি বিষয়ে ফেজ-এ (২ বছর), ফেজ-বি (২ বছর) এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে ফেজ-এ (১ বছর ৬ মাস), ফেজ-বি (১ বছর ৬ মাস) এর জন্য মেয়াদ ভিত্তিক প্রেষণ মঞ্জুর করা হইবে। কোনক্রমেই একসংগে প্রেষণ মঞ্জুর করা হইবে না। ফেজ-এ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ফেজ-বি তে প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।

(ঘ) এফসিপিএস ১ম পর্বে সরাসরি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকায় এফসিপিএস ১ম পর্ব কোর্সের জন্য প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা হইবে না। তবে ১ম পর্ব পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এফসিপিএস ২য় পর্বের কোর্স ০১ (এক) বছর মেয়াদী হওয়ায় উক্ত কোর্স সম্পন্ন করিবার জন্য ০১ (এক) বছর ০২ (দুই) মাস প্রেষণ প্রদান করা যাইবে। প্রেষণ শেষে অতিরিক্ত প্রেষণ বা কোন প্রকার ছুটি প্রদান করা হইবে না।

(ঙ) উচ্চতর প্রশিক্ষণ রেসিডেন্সি কোর্স এমডি/এমএস সম্পন্নের জন্য কোনো চিকিৎসক সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর, এফসিপিএস কোর্স সম্পন্নের জন্য প্রশিক্ষণ ও কোর্সসহ ০৪ (চার) বছর প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন। তবে কোনো চিকিৎসক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট একই বিষয়ে সাব-স্পেশালিটি কোর্স করিতে চাইলে সর্বোচ্চ আরো ০৩ (তিন) বছর প্রেষণ প্রাপ্য হইবেন।

(চ) মঞ্জুরকৃত প্রেষণ মেয়াদকালে কোনো নারী চিকিৎসক মাতৃত্বকালীণ ছুটি ভোগ করিলে উহা মঞ্জুরকৃত প্রেষণ মেয়াদকালের সাথে সমন্বয় করা হইবে।

৯। প্রশিক্ষণের জন্য পদায়নঃ

(ক) চিকিৎসকগণ পোষ্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রির ১ম পর্ব উত্তীর্ণ হওয়ার পর ট্রেনিং পদে পদায়নের জন্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা শাখায় বাধ্যতামূলক ভাবে রেজিষ্ট্রেশন করিবে। প্রশিক্ষণ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে ১ম পর্ব উত্তীণ হইবার সময়কাল, জ্যেষ্ঠতা, পছন্দের স্থান ও পদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পদায়ন করা হইবে (স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন নীতিমালা ২০০৮ এর অনুচ্ছেদ নং-৩.২)।

(খ) সংযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োজিত চিকিৎসকের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এর মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক মূল কর্মস্থলে যোগদান করিবেন। যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে শৃংখলা জনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(গ) চাকুরীতে যোগদান করিবার পূর্বে কোন চিকিৎসক স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রথম পর্ব সমাপন করিয়া থাকিলে ০২ (দুই) বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা তদনিম্ন স্বাস্থ্য স্থাপনায় চাকুরীকাল পূর্ণ করিবার পরই প্রশিক্ষণ পদে পদায়নের সুযোগ পাইবেন।

(ঙ) পরিশিষ্ট-খ তে উল্লেখিত সাব-স্পেশালিটির ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় সমূহে প্রশিক্ষণ পদের স্বল্পতা আছে সে সকল বিষয়ে বিষয় ভিত্তিক অনধিক ১০ জনকে প্রতি সেশনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ মেয়াদ কালের জন্য সংযুক্তি দেওয়া যাইবে।

(চ) বিসিপিএস এর সাব-স্পেশালিটির বিষয়ে নির্ধারিত কোর্সের জন্য প্রেষণ প্রয়োজন নাই। সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য বিসিপিএস এর সুপারিশ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য সংযুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(ছ) ডেন্টাল অনুষদে কনজারভেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এন্ড এন্ডোডন্টিক্স/ ওরাল এন্ড মেক্সিঃ সার্জারী/ অর্থোডন্টিক্স/ প্রস্থোডন্টিক্স বিষয় সমূহে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ পদ না থাকায় প্রতিটি সেশনে প্রতিটি বিষয়ে অনধিক ০৫ জন চিকিৎসক-কে সংযুক্তি দেওয়া যাইবে।

১০। প্রেষণ প্রদানের পদ্ধতিঃ

(ক) প্রেষণ প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনের লক্ষ্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনে আগ্রহী আবেদনকারীর সকল কাগজপত্র ভর্তি পরীক্ষার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেষণ নীতিমালার আলোকে পরীক্ষা করিবে। প্রেষণের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও কাগজপত্র (সত্য কপিসহ), মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করিবে।

(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কাগজপত্র প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক প্রেষণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্যতা নিরুপন করিয়া জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তালিকা (সফ্ট কপিসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(গ) মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিয়া প্রেষণ নীতিমালার আলোকে প্রেষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(ঘ) ভর্তি পরীক্ষা গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত তালিকা ব্যতিরেকে প্রেষণ প্রদান করা যাইবে না।

১১। প্রেষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বঃ

স্নাতকোত্তর কোর্সে ২য় পর্ব/৩য় পর্ব/ফেজ-বি তে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ/শিক্ষাছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকগণ তাদের নিজ নিজ কোর্সে পড়াশুনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগে উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। শৃংঙ্খলাজনিত ব্যবস্থাঃ

(ক) প্রেষণ/ছুটির প্রস্তাবের সাথে জীবন বৃত্তান্ত এবং ছুটি সংক্রান্ত নির্ধারিত ছকে ভুল তথ্যাদি/ অসম্পূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেনদকারীর বিরুদ্ধে শৃংঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(খ) নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রাখিয়া কেউ কোন কোর্সে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য প্রেষণ/শিক্ষাছুটি প্রদান করা হইবে না। এক্ষেত্রে তথ্য গোপনের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে শৃংঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং তথ্য গোপন করে কেউ কোন কোর্সে ভর্তি হইলে তাহা বাতিল করা হইবে।

১৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমঃ

(ক) পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কোর্সে প্রেষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরী করিবেন এবং কোর্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পদায়নের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করিবেন।

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রেষণ/ শিক্ষা ছুটি এবং প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রদানের সরকারি আদেশ (জিও)-এর এক কপি প্রশাসন অনুবিভাগ, পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন), পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে প্রদান করা হইবে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হইবে। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) এবং পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি/ প্রশিক্ষণের জন্য পদায়ন প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য ভান্ডার (ডাটা বেজ) হালনাগাদ করিয়া সংরক্ষণ করিবেন।

(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা প্রত্যেক সেশনে মঞ্জুরকৃত প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত চিকিৎসকদের পৃথক পৃথক তালিকা সংরক্ষণ/হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। বিবিধঃ

(ক) এই নীতিমালায় উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) এই নীতিমালা জারী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল প্রেষণ সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) পরিশিষ্টসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনের নিরিখে সংযোজন/বিয়োজন করা হইবে।

04/09/2023

(ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার)
অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-ক

বিভিন্ন অনুষদ এর কোর্স সমূহ ও মেয়াদঃ

মেডিসিন অনুষদঃ

১. এমডি-ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন/ ডার্মাটোলজি এন্ড ভেনঃ/ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি/ হেমাটোলজি/ ইন্টারনাল মেডিসিন/ নেফ্রোলজি/ নিউরোলজি/ পেডিয়াট্রিক/ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাব/ কার্ডিওলজি/ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম/ সাইক্রিয়াট্রি/ মেডিকেল অনকোলজি/ রেডিয়েশন অনকোলজি/ হেপাটোলজি/ পালমোনলজি/ নিউনেটোলজি/ পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি/ পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি/ পেডিয়াট্রিক্স নেফ্রোলজি/ পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি/ রিউম্যাটোলজি/ চেষ্ট ডিজিজেজ/ ফরেনসিক মেডিসিন/ ট্রান্সফিউশন মেডিসিন/ ট্রপিক্যাল মেডিসিন	ফেজ-এ ০২ বছর(রেসিডেন্সি) পার্ট-১, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০৩ বছর(রেসিডেন্সি) পার্ট-২, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)	 ফাইনাল পার্ট-০২বছর (নন রেসিডেন্সি)
২. এফসিপিএস	১ম পর্ব -সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে।	২য় পর্ব-মেয়াদ-০১ (এক) বছর	
৩.এমফিল-সাইকিয়াট্রি/রেডিওথেরাপিঃ ০২ বছর মেয়াদি	০৬ (ছয়) মাস	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	
৪. নিউক্লিয়ার মেডিসিনঃ ০২ বছর মেয়াদি	০২ বছর		
৫. ডিপ্লোমা-কার্ডিওলজি/ডার্মাঃ এন্ড ভেনাঃ/চাইল্ড হেলথ/ফরেনসিক মেডিসিন/ডি টি সি ডি/এন্ডাঃ মেটাঃ/ডিবিএসটি : ০২ বছর মেয়াদি	০২ বছর		

সার্জারী অনুষদঃ

১. এমএস-জেনারেল সার্জারী/ নিউরো সার্জারী/ অবস্ এন্ড গাইনী/ অফথ্যালমোলজি/কমিউনিটি অফথ্যালমোলজি/ অর্থোপেডিক্স সার্জারী/ অটোল্যারিংগোলজি/ পেডিয়াট্রিক সার্জারী/ পলাষ্টিক সার্জারী/ ইউরোলজি/ সিটিএস/থোরাসিক সার্জারী/ সার্জিক্যাল অনকোলজি/ কার্ডিওভাঃ এন্ড থোরাঃ সার্জারী/ ২. এমডি-এ্যানেসথেসিওলজি/ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং	ফেজ-এ ০২বছর (রেসিডেন্সি) পার্ট-১, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি ০৩ বছর (রেসিডেন্সি) পার্ট-২, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি)	 ফাইনাল পার্ট- ০২ বছর (নন রেসিডেন্সি)
৩. এফসিপিএস	১ম পর্ব -সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে।	২য় পর্ব-মেয়াদ -০১ (এক) বছর	
৪. এমফিল-রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং: ০২ বছর মেয়াদি	০৬ (ছয়) মাস	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	
৫. ডিপ্লোমা-অফথ্যালমোলজি/ অর্থোপেডিক্স/ এ্যানেসথেসিওলজি/ গাইনী এন্ড অবস্/ অটোল্যারিংগোলজি/ কমিউনিটি অফথ্যালমোলজিঃ ০২ বছর মেয়াদি	০২ বছর		

ফেলোশীপ প্রশিক্ষণঃ

১. ফেলোশীপ প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী)	০৬ (ছয়) মাস।
২. ফেলোশীপ (দীর্ঘ মেয়াদী)	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস।

বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদঃ

১. এমডি-প্যাথলজি/ বায়োকেমিস্ট্রি (নন রেসিডেন্সি-০২ বছরের প্রশিক্ষণসহ ০৫ বছর মেয়াদি) ২. এমডি-প্যাথলজি (রেসিডেন্সি) - ০৪ বছর মেয়াদি ৩. এমডি-মাইক্রোবায়োলজি/ ফিজিওলজি/ ভাইরোলজি/ বায়োকেমিস্ট্রি/ ল্যাবরেটরী মেডিসিন (রেসিডেন্সি) এমএস-এনাটমি (রেসিডেন্সি) - ০৩ বছর মেয়াদি	পার্ট-১, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি) ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর	পার্ট-২, ০৬ মাস (নন রেসিডেন্সি) ফেজ-বি, ০২(দুই) বছর ফেজ-বি,০১ এক) বছর	ফাইনাল পার্ট-০২ বছর (নন রেসিডেন্সি)
৪. এমডি-ফার্মাকোলজি (রেসিডেন্সি)-০৩ বছর মেয়াদি	ফেজ-এ, ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	ফেজ-বি, ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস	
৫. এমফিল-বায়োকেমিস্ট্রি/ মাইক্রোবায়োলজি/ ফার্মাকোলজি/ ফিজিওলজি/ এনাটমি/ প্যাথলজি/ ইমিউনোলজিঃ (সকল নন রেসিডেন্সি এমফিলঃ ০২ বছর)	০২ (দুই) বছর		
৬. এমএমইডি-মেডিক্যাল এডুকেশনঃ ০২ বছর	০২ (দুই) বছর		
৭. ডিপ্লোমা-ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিঃ ০২ বছর	০২ (দুই) বছর		

প্রিভেনটিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন অনুষদঃ

১. এমফিল-পিএসএমঃ ০২ বছর	০২ (দুই) বছর		
২. এমপিএইচ-কমিউনিটি মেডিসিন/ ইপিডিমিওলজি/ পিএইচএ/ হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট/ নিউট্রিশন/ এইচপি এন্ড এইচই/ আর সি এইচ/ ওইএইচ/ নন কমিউনিঃ ডিজিজ/ কমিউনিটি নিউট্রিশন (সকল এমপিএইচঃ ০১ বছর ০৬ মাস)	০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাস		

ডেন্টাল অনুষদঃ

১. এমএস-কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এন্ড এন্ডোডনটিক্স/ ওরাল এন্ড মেক্সিঃ সার্জারি/ অর্থোডনটিক্স/ প্রস্থোডনটিক্স	ফেজ-এ, ০২ (দুই) বছর (রেসিডেন্সি)	ফেজ-বি, ০৩ (তিন) বছর (রেসিডেন্সি)	
২. এফসিপিএস	১ম পর্ব -সরাসরি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে	২য় পর্ব-মেয়াদ -০১ (এক) বছর	
৩. ডিপ্লোমা-ডেন্টাল সার্জারীঃ ডিপ্লোমা- ০২ বছর	০২ (দুই) বছর		

বিঃ দ্রঃ-১ রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম বাদে সকল অনুষদের ০৫ বছর মেয়াদি সকল স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রথম পর্ব (০৬ মাসের কোর্স) পাশ করার পর স্ব-স্ব ডিসিপ্লিনে ০২ বছরের ট্রেনিং লাগবে।

২। উপরে উল্লেখিত কোর্স ব্যাতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কর্তৃক কোন নুতন কোর্স চালু করা হলে তা পরিশিষ্ট-ক তে অন্তর্ভুক্ত হবে।

পরিশিষ্ট-খ

(ক) সাব-স্পেশালিটি বিষয় সমূহ

নিম্নোক্ত সাবস্পেশালিটি ডিগ্রি সমূহের মেয়াদকাল হবে ০৩ (তিন) বছর।

(ক)

সাব-স্পেশালিটি				
	সার্জিক্যাল কোন চিকিৎসক জেনারেল সার্জারীতে এমএস/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন।	মেডিসিন কোন চিকিৎসক ইন্টারনাল মেডিসিন এমডি/এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন।	পেডিয়েট্রিক কোন চিকিৎসক জেনারেল পেডিয়াট্রিক্স-এ এমডি/ এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন।	অবসটেট্রিক্স এন্ড গাইনিকোলজিক্যাল কোন চিকিৎসক অবস্ট্রেটিক্স এন্ড গাইনোকলজিক্যাল বিষয়ে এমএস/ এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জনের পর এই নীতিমালার ৩(ঙ) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রাপ্ত হবেন।
১	ইউরোলজি	ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন	নিওন্যাটোলজি	ফিটো-মেটারনাল মেডিসিন
২	সার্জিক্যাল অনকোলজী	কার্ডিওলজি		
৩		ট্রান্সফিউশন মেডিসিন		
৪	নিউরো-সার্জারী	নেফ্রোলজি	পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি	গাইনিকোলজিক্যাল অনকোলজি
৫	কার্ডিওভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সার্জারী	গ্যাস্ট্রোএন্টারলজি	পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি	রিপ্রোডাকটিভ এনডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফারটিলিটি
৬	থোরাসিক সার্জারী	নিউরো-মেডিসিন	পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি	
৭	প্লাষ্টিক এন্ড রিকনষ্ট্রাকটিভ সার্জারী	হেপাটোলজি	পেডিয়াট্রিক পালমোনলজি	
৮	অর্থোপেডিক্স সার্জারী	এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম	পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট	
৯	পেডিয়েট্রিক্স সার্জারী	পালমোনলজি	পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি	
১০	কলোরেকটাল সার্জারী	রিউম্যাটোলজি		
১১		ইনফেকসাজ ডিজিজ এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন		

১. উপরে উল্লেখিত কোর্স ব্যাতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কর্তৃক কোন নুতন কোর্স চালু করা হলে তা পরিশিষ্ট-খ তে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বেসিক সাইন্স এর বিষয় সমূহঃ

১. Anatomy
২. Physiology
৩. Biochemistry
৪. Pharmacology
৫. Pathology
৬. Microbiology
৭. Forensic Medicine
৮. Transfusion Medicine

অন্যান্য বিষয় সমূহঃ

১. Anesthesiology
২. Cardiovascular & Thoracic Surgery

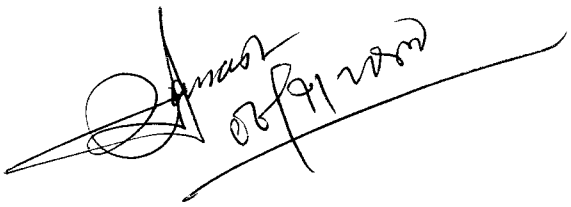

পরিশিষ্ট-ঘ (পরিমার্যিত)

(প্রেষণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪ এর 'গ' দ্রষ্টব্য)
দেশের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসকদের
উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্ব-স্বীকৃত অঙ্গীকারনামা

আমি (নাম).....(কোড নং-).....

(পদবী).....দপ্তর.....ফোন/মোবাইল নং-.....

স্থায়ী ঠিকানা.....এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা).....

....এর ব্যবস্থাপনায়.....

.....মাস/বছর মেয়াদী.....

.....কোর্সে মনোনীত হয়েছি এবং আমার মনোনয়ন/নির্বাচন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি অঙ্গীকার করছি যে...

(১) কর্তৃপক্ষ ভিন্নরুপ আদেশ না দিলে কোর্স/কর্মসূচি সমাপ্তির পরে নির্ধারিত সময়ে কর্মে প্রত্যাবর্তন করব;

(২) কোর্স/কর্মসূচি চলাকালীন আয়োজক সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা মেনে চলব এবং আমার চাকুরির সুনাম হানি হয় এরুপ কোন কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হব না;

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করব;

(৪) উচ্চ শিক্ষা কোর্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠান /সংস্থা আরোপিত সকল বকেয়া/দায় (যদি থাকে) পরিশোধ করব;

(৫) কোর্সে অংশগ্রহণকালে ব্যক্তিগত কোন আর্থিক দায়ে পড়লে আমি বা আমার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা সরকারের নিকট কোন দাবি করব না। ডেপুটেশন/শিক্ষা ছুটিতে থাকাকালে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধিমালা আমি অনুসরণ করবো;

(৬) আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা চলমান নেই।

(৭) প্রেষণ শেষ করে সরকারী চাকুরি হতে অব্যাহতি নিলে প্রেষণ নীতিমালা ২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এর 'গ'-তে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী ১৫ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান করবো।

(৮) আমি এই ঘোষণার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে সরকার বিধিমতে আমার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২। আমি প্রত্যায়ন করছি যে,উল্লেখিত ঘোষণা আমার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় স্ব-জ্ঞানে এই অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষর করলাম।

স্থানঃ

অঙ্গীকারকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

স্বাক্ষী

১।

২।

পরিশিষ্ট-ঙ

বিভিন্ন কোর্সে বিদ্যমান আসন সংখ্যা

স্নাতকেত্তর প্রতিষ্ঠানের নাম	কোর্স এবং আসন সংখ্যা						
	এমএস	এমডি	এমফিল	ডিপ্লোমা	এমপিএইচ	অন্যান্য	মোট
১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ,ঢাকা।	১৪০	১৫০	৭০	১০৬	০	এমটিএম ১০	৪৭০
২. বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজশিয়ান এন্ড সার্জন, মহাখালী,ঢাকা।	০	০	০	০	০	০	০
৩. সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন(সিএমই), মহাখালী,ঢাকা।	০	০	০	০	০	এমএমইডি ১৫	১৫
৪. ঢাকা মেডিকেল কলজ, ঢাকা।	৭০	১১০	৮৬	৮২	০৬	০	৩৫৪
৫. স্যার সলিমুলনাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।	২১	৩৬	১৮	৪০	০৫	০	১২০
৬. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।	২২	৪০	৩৩	৫৯	০	০	১৫৪
৭. শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।	০৪	০	০৮	২২	০	০	৩৪
৮. চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্রগ্রাম।	৩৭	৪৮	২৯	৪৮	০৩	০	১৬৫
৯. সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট।	২০	১২	২৮	৪০	০	০	১০০
১০. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।	১০	১৯	২৫	৪১	০৫	০	১০০
১১. রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।	০৮	০৮	০৮	২২	০	৪৬	৪৬
১২. বারডেম একাডেমী, শাহবাগ, ঢাকা।	১০	২২	১৫	১৪	০	০	৬১
১৩. জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিঃ ও হাসঃ,শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	২০	২০	০	১৪	০	০	৫৪
১৪. জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনষ্টিঃ ও হাসপাতাল(এনআইডিসিএইচ)।	০৬	১৫	০	২০	০	০	৪১
১৫. শিশু হাসপাতাল, শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ৬/২ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা।	০	০	০	০৬	০	০	০৬
১৬. জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।	১০	১৫	০	১৫	০	০	৪০
১৭. জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।	০৬	১২	০	০	০	০	১৮
১৮. নিপসম, মহাখালী, ঢাকা ।	০	০	০৭	০	১৬৬	০	১৭৩
১৯. ন্যাশনাল হার্ড ফাউন্ডেশন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬	০৫	০৫	০	০	০	০	১০
২০. ইনষ্টিটিউট অফ নিউকিনয়ার মেডিসিন এন্ড আল্টাসাউন্ড, বনক-ডি, বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাস, শাহবাগ,ঢাকা।	০	০	০	১০	০	০	১০
২১. শিশু মাতৃ ইনষ্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা।	১০	১০	০	৩০	০	০	৫০
২২. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসঃ,শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।	১০	০	০	১০	০	০	২০
২৩. মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল,শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	০	০	০	১০	০	০	১০
২৪. লায়ন চক্ষু ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, লায়ন ভবন, রোকিয়া সরনী, আগারগাঁও, ঢাকা।	০	০	০	০৬	০	০	০৬
২৫. জাতীয় কিডনী হাসঃ (নিকডু),শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।	০৬	০৯	০	০	০	০	১৫
২৬. জাতীয় পংগু ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান(নিটোর), শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।	৩০	০	০	১৫	০	০	৪৫
২৭. ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।	২২	০	০	০	০	০	২২
২৮. চট্রগ্রাম মা ও শিশু এবং জেনারেল হাসঃ	০	০	০	০৬	০	০	০৬

07/9/2017

আগরাবাদ,চট্রগ্রাম।							
২৯. জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।	০	০৬	০	০	০	০	০৬
৩০. ইনষ্টিটিউট অব হেলথ সাইন্স(ইউএসডিসি), চট্রগ্রাম।	০	০৫	০	৪৫	০	০	৫০
৩১. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	০	০	০	০৮	০	০	০৮
৩২. ইউনাইটেড হাসঃ লিমিঃ, প্লট-১৫, রোড-১৭,গুলশান-২,ঢাকা।	০৬	০৬	০	০	০	০	১২
৩৩. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।	০	০	০	১০	০	০	১০
মোট=	৪৭৩	৫৪৮	৩২৭	৬৭৯	১৮৫	৪৫	২২৩৭

পরিশিষ্ট-চ

পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাসমূহের দুর্গম উপজেলার তালিকাঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	দুর্গম উপজেলার নাম	মন্তব্য
১	ঢাকা	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী	
২	”	”	দূর্গাপুর	
৩		কিশোরগঞ্জ	ইটনা	
৪		”	মিঠামইন	
৫	”	”	অষ্টগ্রাম	
৬	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	
৭	”	নোয়াখালী	হাতিয়া	
৮	”	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	
৯	”	”	মহেশখালী	
১০	”	কুমিল্লা	মেঘনা	
১১	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	চোহালি	
১২	রংপুর	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	
১৩	”	”	রাজিবপুর	
১৪	খুলনা	খুলনা	কয়রা	
১৫	বরিশাল	পটুয়াখালী	রাংগাবালী	
১৬	”	ভোলা	মনপুরা	
১৭	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	
১৮	”	”	শাল্লা	
১৯	”	”	তাহিরপুর	
২০	”	”	বিশ্বম্ভরপুর	
২১	”	”	দোয়ারাবাজার	
২২	”	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	
মোট	**৭টি**	**১৩টি**	**২২টি**	